213

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

জরিপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সন্ত্রাস সেশনজট ও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে

এএইচএম আমিনুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আমাদের উত্তরদাতাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের নিরপেক্ষ থাকা আবশ্যক বলে মত প্রকাশ করেছেন (২৮%)। দেশের কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচিত নয়। ছাত্র সংগঠনের সভায় বা রাজনৈতিক দলের সভায় শিক্ষকদের বক্তব্য রাখাও উচিত নয় বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা তা-ই করেন। বক্তৃতা করেন, বিবৃতি দেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করেন। ছাত্রদের নিজ নিজ গ্রুপে আকৃষ্ট করতে একেক জন একেক রকম পরামর্শ দেন। কোন কোন সময় ছাত্ররা এর বিনিময়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে ছাড়ে না। ক্লাসে কোন অবস্থাতেই শিক্ষকদের রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা উচিত নয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির মাঠ নয় বলে উত্তরদাতারা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

প্রশাসনিক শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জবাবগুলোকে তাদের আরোপিত গুরুত্ব অনুযায়ী নিম্নোক্ত দশ ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে শতকরা হিসাবে তাদের বণ্টন দেখুন। ১. প্রচলিত নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত (১৯.২০%)। ২. স্বায়ত্তশাসনের নামে স্বজনপ্রীতি, তোষামোদ, দুর্নীত বন্ধ করতে হবে (১৪.০০%)। ৩. দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনমূলক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে (১৩.২০%)। ৪. শিক্ষক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের নির্বাচন দল-নিরপেক্ষ হতে হবে (১০.০০%)। ৫. শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি করতে হবে (০৯.৬০%)। ৬. উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের লোক হলে ভাল হবে (০৯.২০%)। ৭. কর্মচারী ও কর্মকর্তার সংখ্যা কমাতে হবে (০৮.০০%)। ৮. সিন্ডিকেট, সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলে শিক্ষকদের সমান প্রতিনিধি নির্দলীয় ভিত্তিতে বাইরে থেকে গ্রহণ করলে অবস্থার উন্নতি হবে (০৭.২০%)। ৯. বিভিন্ন সমিতি নিষিদ্ধ করতে হবে (০৬.৪০%)। ১০. ছাত্র বেতন, সীট রেন্ট, সেশন ফি মওকুফ করে দিতে হবে (০৩.২০%)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে সিন্ডিকেট। উপাচার্য সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। সিন্ডিকেটে শিক্ষকের নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ সরকারী, বেসরকারী ও মনোনীত প্রতিনিধি থাকেন। সিন্ডিকেট সদস্যদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনগুলোকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা দেখা। কোথাও কোন অনিয়ম, অন্যায় ও ক্ষমতার অপব্যবহার দেখা গেলে তা নিরসন করা। এ উদ্দেশ্যে তারা সভায় মিলিত হন। সভায় উপস্থিতির জন্য নামমাত্র হলেও সম্মানী লাভ করেন। সিন্ডিকেট সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করেন। এখন প্রতিনিধি নির্বাচনের রেওয়াজ প্রায় উঠেই গেছে। কে কয়টি কমিটিতে থাকবেন তা নিয়ে তুমুল প্রতিযোগিতা চলে। দর্শন বিভাগের নিয়োগদান কমিটিতে ব্যবস্থাপনার শিক্ষক অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেকশন কমিটিতে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের শিক্ষক কিংবা প্রাণরসায়নের সিলেকশন কমিটিতে সমাজকল্যাণের শিক্ষক। অন্তত সিনিয়রদের সিলেকশন কমিটিতে সিন্ডিকেটের সদস্য হলেও জুনিয়র শিক্ষককে সদস্য হিসাবে রাখা ঠিক নয়। সিন্ডিকেটের প্রতিনিধি রাখার মানে তো এই নয় যে, সিন্ডিকেটের সদস্যকেই সিলেকশন কমিটিতে থাকতে হবে। নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইন মান্য করা হয় না। এসব বিষয় নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হয়, আদালতের নিষেধাজ্ঞা আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হেরেও যায়। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে আইনের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। দরখাস্ত করেনি এসব লোককেও পদোন্নতি দেয়ার নজির আছে। স্বজনপ্রীতি, তোষামোদ, পারস্পরিক পিঠ চুলকানোর ঘটনাও বিরল নয়। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্য এবং কাদা ছোড়াছুড়ির ঘটনাও ঘটে। তারপরও এসবের পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

একই ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্ষমতা (যেমন, ডীন, প্রভোস্ট, সিন্ডিকেট/সিনেট সদস্য ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান) কুক্ষিগত থাকলে কোন দায়িত্বই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য কারা কি কি সুযোগ-সুবিধা (যেমন, বিনা ভাড়ায় বাড়ি, বাসায় ও অফিসে টেলিফোন, গাড়ি ড্রাইভার, দারোয়ান, পিয়ন, মালী ইত্যাদি) পদাধিকার বলে পাবেন। একেকজন উপাচার্য নিযুক্ত হয়ে আসেন আর এসব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায় বাড়িয়ে যান জনপ্রিয়তার আশায়। কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কাজের কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই। তাঁরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছেন নির্বিচারে। তাঁদের পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় খুব কম ক্ষেত্রে।

ভর্তি হবার পর ছাত্রদের রোল নম্বর পেতে অনেক সময় লাগে। একই রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে। ফল প্রকাশ করার, মার্কসীট ও সার্টিফিকেট সরবরাহের নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের জন্য নির্দিষ্ট কোন গাড়ি নেই। কিন্তু হিসাব পরিচালকের জন্য সর্বক্ষণিক গাড়ি বরাদ্দ করা আছে। ডীন সাহেবদের জন্য গাড়ি নেই অথচ প্রক্টরকে সর্বক্ষণিক গাড়ি ড্রাইভারসহ দেয়া হয়েছে। যদিও তাঁদের আবাসস্থল নিজ নিজ অফিস থেকে ৫০-২০০ গজ দূরত্বের মধ্যে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যেই।

(চলবে)